কোরীয় ভাষা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের করণীয়

(ক) ১ম ধাপ আবেদনের তারিখ ও সময় ঘোষণা:

- প্রতি বছর নিবন্ধনের সময় ঘোষণা করা হয় ।
- তারিখ ও সময় জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বোয়েসেল-এর ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে প্রচার করা হয়।

(খ) ২য় ধাপ প্রার্থীদের অনলাইনে প্রাথমিক নিবন্ধন করার পদ্ধতি:

- নির্ধারিত সময়ে বিকাশ পেমেন্ট গেটওয়ে-এর মাধ্যমে নিবন্ধন ফি ৫০০/- (পাঁচশ) টাকা পরিশোধ করতে হবে ও বিকাশ পেমেন্ট-এর ট্রানজেকশন আইডি সংগ্রহ ।
- নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী পাসপোর্টকপিসহ আবেদন সম্পন্ন করা।
- বিকাশ পেমেন্ট ট্রানজেকশন আইডি নম্বও আবেদন ফরমে উল্লেখ করে বোয়েসেল-এর ওয়েবসাইটে প্রদান।
- নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর কনর্ফারমেশন ফরম প্রিন্ট কর।

(গ) ৩য় ধাপ নিবন্ধনকৃত প্রার্থীদের লটারি:

- প্রাপ্ত সঠিক আবেদন থেকে লটারির মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন।
- লটারিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য তারিখ ও সময় বোয়েসেল-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে বোয়েসেল অফিসে ব্যক্তিগতভাবে উপ ি'ত হয়ে নির্ধারিত ২১০০/- টাকা ফি জমা দিয়ে চূড়ান্ত ভাবে নিবন্ধন করা।

(ঘ) ৪র্থ ধাপ প্রত্যেক প্রার্থীকে কোরীয় ভাষায় অংশগ্রহণ:

- নিজ উদ্যোগে কোরীয় ভাষা শিখতে হবে।
- বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সরকারি টিটিসিগুলোতে সুযোগ রয়েছে।
- যে কোনো বেসরকারি কোরীয় ভাষা প্রশিক্ষণ সেন্টার থেকে কোরীয় ভাষা শেখা যায়।

(ঙ) ৫ম ধাপ চূড়ান্ত নিবন্ধনকৃত প্রার্থীদের কোরীয় ভাষা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ:

- প্রতিবছর এইচ.আর.ডি কোরিয়া কর্তৃক কোরীয় ভাষা পরীক্ষার তারিখ ও সময় ঘোষণা করা হয়।
- এইচ.আর.ডি কোরিয়া কোরীয় ভাষা পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।
- কোরীয় ভাষা পরীক্ষার ফল ও সময় বোয়েসেল-এর ওয়েবসাইটে প্রকশ করা হবে।

(চ) ৬ষ্ঠ ধাপে কোরীয় ভাষা পরীক্ষা অংশগ্রহণকারীদের করণীয়:

- এইচ.আর.ডি কোরিয়া কোরীয় ভাষা পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করে থাকে। প্রার্থীকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
- কোরীয় ভাষা পরীক্ষার ফলাফল বোয়েসেল-এর ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে প্রচার করা হবে।
- কোরীয় ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এইচ.আর.ডি কোরিয়া কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে কম্পিটেন্সি টেস্ট ও স্কীল টেস্ট গ্রহণ করা হয়।

(ছ) ৭ম ধাপ উত্তীর্ণ প্রার্থীদের করণীয়:

- এইচ.আর.ডি কোরিয়া স্কীল টেস্টে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল ঘোষণা করা যাতে স্কীল টেস্টের চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ন প্রার্থীদের ফলাফল জেলা ভিত্তিক সিভিল সার্জন কার্যালয়ে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে স্বা¯’্য পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য নোটিশ বোয়েসেল-এর ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে প্রচার করা হয়।
- উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিজ নিজ এজলার সিভিল সার্জনের মধ্যেমে নির্ধারিতে তারিখে স্বা¯’্য পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।
- বোয়েসেল-এ নির্ধারিত জব এপ্লিকেশন ফরমসহ পাসপোর্ট কপি ও স্বা¯’্য পরীক্ষার সনদ জমা করতে হয়।
- চূড়ান্ত উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তথ্য জব রোস্টারের জন্য বোয়েসেল এইচ.আর.ডি কোরিয়ার ডাটাবেইজ সার্ভারে তথ্য প্রদান করে থাকে।
- বোয়েসেল কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য এইচ.আর.ডি কোরিয়া যাচাই করে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে জব রোস্টার সম্পন্ন করে।
- জব রোস্টারের মেয়াদ রোস্টারভুক্ত হওয়ার দিন থেকে ১ম ধাপে এক বছর ও ২য় ধাপে এক বছরসহ মোট ২ বছর।

(জ) ৮ম ধাপ রোস্টারকৃত প্রার্থীদের লেবার কন্ট্রাক্ট ইস্যুর পর করণীয়:

- কোরিয়া¯’ স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (এসএমই)-এর চাহিদা মোতাবেক উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কর্মী হিসেবে নিয়োগের জন্য কর্মসংস্থান ও শ্রম মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হয়।
- কোরিয়া¯’ কর্মসংস্থান ও শ্রম মন্ত্রণালয় এসএমই কর্তৃক কর্মী নিয়োগের চাহিদা যাচাই বাচাই করে অনুমোদন প্রদান করে থাকে।
- কোরিয়া¯’ কর্মসংস্থান ও শ্রম মন্ত্রণালয় বাৎসরিক কোটা অনুযায়ী এসএমই-এর চাহিদার প্রেক্ষিতে রেন্ডম ভিত্তিতে জব রোস্টার থেকে লেবার কন্ট্রাক্ট প্রদান করে থাকে।
- বোয়েসেল ও এইচ.আর.ডি কোরিয়ার নির্ধারিত ঝচঅঝ থেকে লেবার কন্ট্রাক্ট গ্রহণ ও অনুমোদন করে থাকে।

(ঝ) ৯ম ধাপ লেবার কন্ট্রাক্ট প্রাপ্ত কর্মীদের করণীয়:

- লেবার কন্ট্রাক্ট প্রাপ্ত কর্মীদের বিকেটিটিসি’তে ৪৮ ঘণ্টার প্রিলিমিনারী প্রশিক্ষণ, যক্ষা পরীক্ষা ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহের জন্য বোয়েসেল ওয়েবসাইটে নোটিশ প্রদান ও এসএমএস প্রেরণ করে থাকে।
- লেবার কন্ট্রাক্ট প্রাপ্ত কর্মীগণ প্রিলিমিনারী প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর বোয়েসেল অফিসে মূল পাসপোর্ট, প্রশিক্ষণ সনদ, ভিসা ফরম, নির্ধারিত ই৯/ই১০/এইচ২ স্ট্যাটাস ফরম, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ও ভিসা সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্টস এবং বোয়েসেল-এর সার্ভিস চার্জ ২৩,১৮৪/- (ভ্যাটসহ), বোয়েসেল ডাটাবেইজ ফি ২০০/-, ভিসা ফি ৫,১০০/-,

বহির্গমন ফি ৩,৫০০/-, স্মার্ট কার্ড ফি ২৫০/- এবং উৎসে আয়কর বাবদ ৮০০/- টাকাসহ সর্বমোট ৩৩,০৩৪/- টাকার পে-অর্ডার এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলে ১১৪৫/- টাকার পৃথক পে-অর্ডার প্রদান করতে হয়। এছাড়া রি-এন্ট্রি (কমিটেড/স্পেশাল সিবিটি) কর্মীদের পৃথক পে-অর্ডার প্রদানের প্রয়োজন নেই।

- কোরিয়াগামী জেনারেল কর্মীদের ফেরতযোগ্য একলক্ষ টাকার পে-অর্ডার এবং কমিটেড/স্পেশাল সিবিটি কর্মীদের ফেরতযোগ্য তিন লক্ষ টাকার পে-অর্ডার বোয়েসেলকে প্রদান করতে হয়।

(ঞ) ১১ ধাপ সিসিভিআই (ভিসা) প্রাপ্ত কর্মীদের করণীয়:

- বোয়েসেল সিসিভিআই প্রাপ্ত কর্মীদের ভিসা স্ট্যাম্পিং করার জন্য ঢাকা¯’ কোরিয়া দূতাবাসে পাসপোর্ট জমা করে।
- ভিসা ও এইচ.আর.ডি কোরিয়া থেকে ফ্লাইট-এর তালিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত এয়ারলাইন্সে টিকেটের জন্য বোয়েসেল বুকিং দিয়ে থাকে।
- সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জ্ঞাতার্থে ফ্লাইটের তারিখ, টিকেটের টাকা জমা সংক্রান্ত ও বোয়েসেল কর্তৃক ৩ দিনের কোরীয় ভাষা ও কালচার প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য বোয়েসেল-এর ওয়েবসাইটে প্রচার ও এসএমএস প্রেরণ করা হয়।
- বোয়েসেল-এর তথ্যের ভিত্তিতে কর্মীকে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স অফিসে উপ¯ি’ত হয়ে টিকেটের নির্ধারিত অর্থ জমা প্রদান করতে হবে।
- দক্ষিণ কোরিয়া গমনের পূর্বে বোয়েসেল কর্তৃক নির্ধারিত ৩ দিনের কোরীয় ভাষা ও কালচার প্রশিক্ষণ উপ¯ি’ত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।
- দক্ষিণ কোরিয়া গমনের পূর্বে বোয়েসেল কর্তৃক ৮ ঘণ্টার আচরণ পরিবর্তন প্রেরণা প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর সংশ্লিষ্ট কর্মীকে পাসপোর্ট ও টিকেট বিতরণ করা হয়।
- বোয়েসেল-এর প্রতিনিধি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উপ¯ি’ত হয়ে দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীদের বিদায় জানায়।
- বোয়েসেল কর্তৃক কোরিয়া গমনরত কর্মীীগণকে এইচ.আর.ডি কোরিয়া, কোরিয়া¯’ বাংলাদেশ দূতাবাস ও কোরিয়া¯’ নিয়োগকারী কোম্পানি বিমানবন্দর থেকে গ্রহণ করে প্রশিক্ষণ ও মেডিকেলের উদ্দেশ্যে কর্মীদেরকে কইওত ঞৎধরহরহম ঈবহঃবৎ-এ নিয়ে যায়। প্রশিক্ষণ শেষে তারা চাকরিতে যোগদান করে।
- নিয়োগপ্রাপ্তকর্মী উচঝ এর ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে যে কোনো সময় তাঁর চাকরি সংক্রান্ত তথ্য নিজেই জানার সুযোগ রয়েছে।
- কোরিয়ায় চাকুরিতে যোগদানের পর কর্মীগণ প্রাথমিকভাবে ৩ বৎসর এরপর আরও ১ বৎসর মাস চাকুরি করতে পারবে। বৈধভাবে উক্ত চাকুরি সম্পন্ন করলে পুন:রায় কোরিয়া যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।